Registrar Office
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh
Tel : (+880-2) 9534255
Fax : (+880-2) 47118449
E-mail: registrar@jnu.ac.bd

রেজিস্ট্রার দপ্তর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : (৮৮০-২) ৯৫৩৪২৫৫
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৪৭১১৮৪৪৯
ই-মেইল: registrar@jnu.ac.bd

জবি/প্রশা-৩২(১১৮)/২০১১/ ৭৫২

তারিখ: ০২রা বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৫ই এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অফিস স্মারক

বিষয়: **'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা-২০২৬' অনুমোদন সংক্রান্ত:**

'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা-২০২৬' গত ০২/০২/২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১১০-তম সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তের (সাপ্লি: সিদ্ধান্ত-১) মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে:

"সাপ্লি: সিদ্ধান্ত-১: 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা-২০২৬' পরিশিষ্ট ০৬ মোতাবেক অনুমোদন করা হলো"

অনুমোদিত 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা-২০২৬' বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

15/04/26

(অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন)
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)

জবি/প্রশা-৩২(১১৮)/২০১১/ ৭৫২

তারিখ: ০২রা বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৫ই এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১-৭. ডীন, সকল অনুষদ, জবি;
৮-৯. পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট/আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, জবি;
১০-৪৭. চেয়ারম্যান, সকল বিভাগ, জবি;
৪৮. গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জবি;
৪৯-৫০. প্রভোস্ট (নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল/ছাত্র হল-১), জবি;
৫১. প্রক্টর, জবি;
৫২-৫৯. পরিচালক (গবেষণা/ছাত্র কল্যাণ/অর্থ ও হিসাব/পউও/আইসিটি সেল ('জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা-২০২৬' পরিশিষ্ট ০৬ ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)/ পিআরআইপি/IQAC/বহিরাঙ্গণ কার্যক্রম), জবি;
৬০. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, জবি;
৬১. ডরমিটরী প্রশাসক, জবি;
৬২. প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল দপ্তর, জবি;
৬৩. পরিবহন প্রশাসক, পরিবহন পুল, জবি;
৬৪. প্রকল্প পরিচালক, 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প, জবি;
৬৫. ডেপুটি রেজিস্ট্রার (নিরাপত্তায় দায়িত্বরত কর্মকর্তা), নিরাপত্তা শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর, জবি;
৬৬. উপ-পরিচালক (অডিট), অডিট সেল, জবি;
৬৭. উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, মেডিকেল সেন্টার, জবি;
৬৮. উপ-পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা), শরীরচর্চা শিক্ষা কেন্দ্র, জবি;
৬৯. ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও পিএস টু ভিসি, উপাচার্য দপ্তর, জবি (উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৭০. ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার দপ্তর, জবি (ট্রেজারার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৭১. ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ব্যক্তিগত শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর, জবি;
৭২-৭৪. নোটিশ বোর্ড/অফিস কপি/সংশ্লিষ্ট নথি।

১৫/০৪/২০২৬

(মোহাম্মদ মশিরুল ইসলাম)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন-১)

D:/emal molla so-1Doc/Notice Doc/Syndicate Decission/ B N

০২/০২/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট এর **পরিশিষ্ট-৬**

১১০ তম সভার সিদ্ধান্ত নং ১ নং সাপ্লি: সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০২৬

১। নীতিমালার উদ্দেশ্য, শিরোনাম ও সূচনা:

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশে অবস্থানরত সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে;

যেহেতু কোনো হয়রানি ও নিপীড়ন, যা একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি করে এবং তার সমান সুযোগ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করার কারণে নিশ্চিতভাবেই সংবিধান বিরোধী এবং একই সঙ্গে ফৌজদারী অপরাধ;

যেহেতু কেউ যদি তাঁর পেশাগত ও সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করে তাঁর অধীনস্থ ও নির্ভশীল কারোও উপর এ ধরণের নিপীড়ন করে তবে সেই অপরাধ আরও নিকৃষ্ট;

যেহেতু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাবলি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী এবং অভ্যাগতদের ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাধ্য;

যেহেতু যে কোনোও রকম হয়রানি এবং নিপীড়নের ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তন্মধ্যে গুরুতর হচ্ছে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন;

যেহেতু হয়রানি ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন একজন ব্যক্তিকে-

* চিরজীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করে;
* তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং আর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করে;
* তাঁর উপর স্থায়ী মানসিক চাপ সৃষ্টি করে;
* তাঁর মর্যাদাবোধে আঘাত করে;
* তাঁর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান যা আত্মপ্রত্যয় হানি করে;
* শিক্ষা বা পেশার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কিংবা তাঁকে চিরস্থায়ীভাবে শিক্ষা বা পেশা ত্যাগে বাধ্য করে, এমনকি দেশ ত্যাগে বাধ্য করে;
* জীবন সংশয় সৃষ্টি করে, যা স্থায়ী শারীরিক ক্ষতির সৃষ্টি করে, এমনকি জীবনহানি করে;
* পরিবার ও স্বজনণের জীবন বিপর্যস্ত করে;
* পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে;

যেহেতু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যেখানে সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কমরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছু এবং অভ্যাগত কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নির্বিঘ্ন প্রতিনন্ধকতা কর্মক্ষমতা ও সম্ভাবনা বিকশিত করতে পারে এর জন্য কোনো ব্যক্তি যাতে এক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক রক্ষাকবচ নিশ্চিত করতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট;

যেহেতু বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাবলি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ও যথেষ্ট কার্যকর বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০২৬' প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক;

সেহেতু এই বিষয়ে যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা অতি আবশ্যক বিধায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি কার্যকর এই যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রণীত হলো।

১.১ এই নীতিমালা 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০২৬' নামে অভিহিত হবে।

১.২ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০২৬' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১.৩ এই নীতিমালা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

নীতিমালার লক্ষ্য ও আওতা:

সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো-

ক. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন যে একটি দন্ডনীয় গুরুতর অপরাধ সেটা নির্দিষ্ট করা;

খ. যে বা যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তার যা তাদেরসহ সকলের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ এবং বিচারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা;

গ. প্রথম থেকেই যাতে সকলেই এই অপরাধের পরিণাম এবং অপরাধ করলে কী দায় বহন করতে হবে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকে সে সম্পর্কে অবগত করা;

ঘ. আক্রান্তদের, ক্ষতিগ্রস্তদের ও ভুক্তভোগীদের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করা; এবং

ঙ. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

২.১ এই নীতিমালার বিশেষ লক্ষ্য থাকবে-

ক. অভিযোগ প্রদানের নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

খ. অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

গ. অভিযোগকারী ও সাক্ষীসহ সকলের নিরাপত্তা বিধানের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

ঘ. বিচারের ব্যবস্থ্যা সুনির্দিষ্ট ও ত্বরান্বিত করা;

ঙ. বিচার প্রার্থী/প্রার্থীদের বা তার/তাদের পরিবারের সদস্যদের হয়রানি, হেয় ও নিগৃহীত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা; এবং

চ. উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ছ. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো প্রতিষ্টানের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতকারী কিংবা কোনো উদ্দেশ্যে আগত নারী-পুরুষ (বিশেষতঃ যদি যাতায়াতের বা অবস্থানের সময়কালে কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়);

২.২ নীতিমালার আওতা-

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এর সীমানার মধ্যে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ভর্তিচ্ছু এবং অভ্যাগত যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে-

ক. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা:

পাঠক্রম ও পাঠক্রম-সহায়ক শিক্ষাদানের কাজে এবং আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর, নিজস্ব মালিকানাধীন ও ভাড়া করা ঘর বাড়ি ও ঘর-বাড়ির-বাড়ির অংশ বিশেষ, সুযোগ সুবিধা ও উপকরণাদি, পরিচালনাধীন এবং অনুমোদিত হল-হোস্টেলসহ আবাসিক ব্যবস্থা, এবং বাংলাদেশের ভিতরে ও বাইরে অনুমোদিত পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠদান ও মাঠকর্মের যে কোনো স্থান।

খ. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরী এবং কর্মের সন্ধানে আগত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ; এবং

গ. অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়েই অভ্যাগত হলে এই নীতিমালা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে বিষয়টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে।

৩. সংজ্ঞা:

৩.১ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বলতে বুঝায়-

ক. শ্রেণিকক্ষের ভিতরে বা বাইরে অবাঞ্ছিত মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ;

খ. যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ বা অশোভন অঙ্গভঙ্গী, কটূক্তি, টিটকারি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, চলাফেরার সময় পিছু নেওয়া, ইত্যাদি আচরণের মাধ্যমে উত্যক্ত করা;

গ. চিঠিপত্র, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-মেইল, এসএমএস, পোস্টার, দেয়াল লিখন, বেঞ্চ/চেয়ার/টেবিল/নোটিশ বোর্ড লিখন, নোটিশ, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে হেয় করা। উত্যক্ত করার চেষ্টা বা উত্যক্ত করা;

ঘ. যৌন উস্কানিমূলক, বিদ্বেষমূলক বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুৎসা রটানো এবং তদুদ্দেশ্যে ছায়াছবি, স্থির চিত্র, ডিজিটাল ইমেজ, চিত্র, কার্টুন, প্রচারপত্র, উড়োচিঠি, মন্তব্য বা পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শন বা প্রচার এবং স্থির বা ভিডিও চিত্রধারণ, প্রেরণ, প্রদর্শন ও প্রচার;

ঙ. লিঙ্গীয় ধারণা থেকে কিংবা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বা শিক্ষা বহির্ভূত ব্যক্তিগত কাজে বাধা প্রদান;

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

চ. শ্রেণিকক্ষের ভিতরে বা বাইরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক/শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে অপ্রাসঙ্গিক যৌন বিষয় উত্থাপন করে হয়রানিমূলক আচরণ করা;

ছ. যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে কুৎসা রটনা ও চরিত্র হননের চেষ্টা;

জ. নবীন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাত্রায় যৌন হয়রানি;

ঝ. বলপূর্বক প্রেমের সম্মতির জন্য উত্ত্যক্ত করা বা প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান করা;

ঞ. যৌন আক্রমণের হুমকি বা ভয় দেখিয়ে কোনো কিছু করতে বাধ্য করা বা ভয়ভীতি পরিদর্শনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপন, শিক্ষা বা কর্মজীবন ব্যাহত করা;

ট. যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে শরীরের যে কোনো অংশ যে কোনোভাবেই স্পর্শ করা বা আঘাত করা;

ঠ. ভয়/প্রলোভন দেখিয়ে বা নিজের পেশাগত বা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কিংবা স্থাপন; এবং

ড. ধর্ষণের চেষ্টা কিংবা ধর্ষণ।

৩.২ ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গভেদের কারণে/সুযোগে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনো কাজ কিংবা ব্যবহার বা আচরণ যা যৌন কামনা ও আকাঙ্খা হতে উদ্ভুত তা এই নীতিমালার আওতায় আসবে।

৪। সচেতনতা ও জনমত গঠন:

ক. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে নিরাপদ পরিবেশ তৈরির জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রচার ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে নতুন বর্ষের ক্লাস শুরুর প্রাক্কালে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক ক্লাসসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল, অফিস, বিভাগে, এই নীতিমালাসহ এই বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করবে।

খ. এই নীতিমালার সারসংক্ষেপ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যাশিত আচরণ-সম্মলিত একটি পুস্তিকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষার্থী এবং নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মধ্যে বিতরণ করা হবে।

গ. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘ. বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদবলি অনুযায়ী সকলের মত প্রকাশ চলাফেরা পড়াশোনা ও কাজের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যথাযথ সচেতনতা ও জনমত গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।

ঙ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী:

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণ, আনুষাঙ্গিক তদন্ত ও সুপারিশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নিরোধকেন্দ্র গঠন করবে।

৫.১ অভিযোগ প্রধান বিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য-

ক. নিরোধ কেন্দ্র/পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অভিযোগকারীদের নাম পরিচয় এর গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের নাম পরিচয় ও গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, উভয়পক্ষের নিজ নিজ পরিচয় প্রকাশের অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে।

খ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব প্রক্টরিয়াল বডি বা সমপ্রকারের শৃঙ্খলা ব্যবস্থাধীনে অভিযোগকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবে।

গ. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে শারীরিকভাবে উপস্থিত না হতে পারলে তার আত্মীয়, বন্ধু বা আইনজীবীর মাধ্যমে অভিযোগকারী স্বাক্ষরকৃত অভিযোগ দাখিল করতে পারবে।

ঘ. নিরাপত্তা সমস্যা থাকলে রেজিস্টার্ড/ডাকযোগে অভিযোগ প্রেরণ করা যাবে, অভিযোগকারী নারী হলে অভিযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নারী সদস্যের কাছে আলাদাভাবে অভিযোগ জমা দিতে পারবেন।

৫.২ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্র গঠন-

ক. নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি দুই বছর মেয়াদি হবে। তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে যথা-কোনো সদস্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ, বিদেশ গমন, অসুস্থতা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই উক্ত কমিটি পুন:বিন্যাস করতে পারবে।

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

খ. নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি হবে কমপক্ষে ০৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গ পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন। কমিটি গঠনের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সদস্যদের নাম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অবহিত করবেন।

গ. উক্ত সদস্যের মধ্যে নুন্যতম চারজন নারী সদস্য থাকবেন।

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ-

১. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন চারজন শিক্ষক তার মধ্যে দুইজন নারী সদস্য।

২. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত নয় এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ক আইনি সহায়তা প্রদানে অভিজ্ঞ একজন আইনজীবী প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘ সময় ধরে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সম্পর্কিত কাজে অভিজ্ঞ কোনো নারী উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

৩. উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন ০১ জন প্রতিনিধি।

৪. উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদমর্যাদাসম্পন্ন ০১ জন প্রতিনিধি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন সদস্যের মধ্য থেকে কর্তৃপক্ষ একজনকে আহ্বায়ক ও অন্য একজনকে সদস্য-সচিব হিসেবে মনোনয়ন দিবেন। সদস্য-সচিব নিরোধ কেন্দ্রের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করবেন।

ঘ. সংশ্লিষ্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরোধ কেন্দ্রের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সেবার আওতায় Psychotherapy উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সিলের সেবাদান করবেন। যারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি শিকার হবেন তারা এই কেন্দ্রে যোগাযোগ করে সাইকোথেরাপির সাহায্য গ্রহণ করবেন। এই কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ নিজস্ব রেকর্ড রাখবেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণের লক্ষ্যে নিরোধকেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৫.৩ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের কার্যক্রমপ্রণালী-

ক. সাধারণভাবে ঘটনার ত্রিশ কার্যদিবাসের মধ্যে নিরোধ কেন্দ্রের অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

নিরোধ কেন্দ্রে অভিযোগ যাচাইয়ে-

১. বিষয়টি সমাধান করার মতো হলে সাধারণভাবে ৩.১ (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) এবং (চ) শ্রেণির অভিযোগ নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি নিস্পত্তি করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিত রিপোর্ট দিবে।

২. অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় যদি উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিজ নিস্পত্তিযোগ্য না হয় তবে সর্বোচ্চ সাত কর্ম দিবসের মধ্যে তা সাধারণ হয়রানি ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির নিকট ন্যাস্ত করবে এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরোধকেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি আনুষাঙ্গিক তদন্ত ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ. নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির তদন্ত করার জন্য পক্ষগণকে এবং সাক্ষীগণকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নোটিশ প্রদান, প্রয়োজনীয় শুনানী, তথ্য-সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ, এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের দলিলপত্র পর্যালোচনা করার অধিকারী হবে। যেহেতু এই জাতীয় অভিযোগে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ কম থাকে তাই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছাড়া পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপর জোর দিতে হবে। নিরোধ কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস চাহিবামাত্র সকল সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। নিরোধ কেন্দ্রে অভিযোগকারীদের পরিচয় গোপন রাখবে। সাক্ষ্য গ্রহণকালে অভিযোগকারীদেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো প্রকার হেয় ও নিগ্রহ, হয়রানিমূলক প্রশ্ন এবং আচরণ করা যাবেনা। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদানে কেউ সমস্যা বোধ করলে পরিচয় গোপন রেখে বা পরোক্ষভাবে যাতে তথ্য সরবরাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অভিযোগ করার পর যদি অভিযোগকারী অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযোগের তদন্ত বন্ধের আবেদন করেন তবে এর কারণ অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট উল্লেখ করতে হবে।

নিরোধ কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করে কমিটির রিপোর্ট এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তির নির্দিষ্ট সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে; তবে বিশেষ যৌক্তিক কারণে তদন্তের সময়কাল সর্বোচ্চ ষাট কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

যদি প্রমাণিত হয় যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তাহলে অভিযোগকারীদের উপযুক্ত শাস্তির সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দিবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবান করবেন। নিরোধ কেন্দ্রে পরিচালনা কমিটি সদস্যদের সর্বসম্মতিতে অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৬। শাস্তি:

নিরোধ কেন্দ্রের সুপারিশ অনুযায়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ষাট কার্যদিবসের মধ্যে সকল পর্যায় শেষ করবে এবং অপরাধীর শাস্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। নিরোধ কেন্দ্র কর্তৃক কোনো অভিযোগের তদন্ত চলাকালে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষক, কর্মকতা বা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে সকল দায়িত্ব থেকে এবং শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে হবে।

৬.১ অপরাধী যদি শিক্ষার্থী হন তবে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী নিম্নোক্ত যে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ ও অভিযুক্তের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকারনামা গ্রহণ;
খ. লিখিত সতর্কীকরণ ও অভিযুক্তের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকারনামা গ্রহণ;
গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত দপ্তর প্রধানের নিকট প্রেরণ;
ঘ. এক বছরের জন্য বহিষ্কার ও সমস্ত দপ্তর প্রধানের নিকট প্রেরণ;
ঙ. দুই বছরের জন্য বহিষ্কার ও সমস্ত দপ্তর প্রধানের নিকট প্রেরণ;
চ. স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ও সমস্ত দপ্তর প্রধানের নিকট প্রেরণ;
ছ. সকল শিক্ষা ও কর্ম প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.২ অপরাধী যদি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্মোক্ত যে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ;
খ. লিখিত সতর্কীকরণ;
গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র প্রচার;
ঘ. অভিযুক্তদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা ও অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;
ঙ. অপরাধীদের পদবনতি ও অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;
চ. বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি;
ছ. অপরাধীদের চাকুরিচ্যুতি ও অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;
জ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্যান্য সকল সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা;
ঝ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্যান্য সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবহিত করা;
ঞ. চাকুরিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৩ অপরাধী যদি শিক্ষক হন তবে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী নিম্নোক্ত যে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে:

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ;
খ. লিখিত সতর্কীকরণ;
গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র প্রচার;
ঘ. নির্দিষ্ট কোর্সসমূহে পাঠদান, পরীক্ষার কাজ এবং সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি;
ঙ. অভিযুক্তের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা ও অভিযোগকারীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;
চ. অপরাধীদের পদাবনতি ও অভিযোগকারীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;
ছ. বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি;
জ. অপরাধীদের চাকুরিচ্যুতি ও অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

ঞ. নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্তির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অন্যান্য সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা;

ট. চাকুরিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৪ অপরাধী যদি ক্যাম্পাসে বসবাস বা আগত বা যাতায়াতকারী কোনো ব্যক্তি হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে-

ক. মৌখিক সতর্কীকরণ;

খ. লিখিত সতর্কীকরণ;

গ. লিখিত সতর্কীকরণ ও তা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ. ক্যাম্পাসে আগমন, চলাচল বা বসবাস নিষিদ্ধ করা;

ঙ. সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৭. তহবিল:

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেট বরাদ্দ ও মঞ্জুর করবে।

৮. নীতিমালা প্রণয়ন:

'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০২৬' এর যথোপযুক্ত কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

01.02.2026

এ্যাডভোকেট রঞ্জন কুমার দাস
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (আইন), রেজিস্ট্রার দপ্তর, জবি
এবং
সদস্য-সচিব, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

০১/০২/২৬

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক
প্রক্টর, জবি, ঢাকা
এবং
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

02/02/2026

অধ্যাপক ড. আঞ্জুমান আরা
প্রভোষ্ট, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল, জবি, ঢাকা
এবং
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

01.02.2026

অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার জেমী
বাংলা বিভাগ, জবি, ঢাকা
এবং
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

02/02/2026

অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান
সমাজকর্ম বিভাগ, জবি, ঢাকা
এবং
আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি